(শ্রীঅরুণ সেন-কে লেখা তিনটি পত্র)

ঘাটশিলা
গৌরীকুঞ্জ
Dt. Singbhum
B. N. Rly
১৮/৮/৪৮

কল্যাণভাজনেষু,

অরুণ, তোমার পত্র পেয়ে খুব খুশী হয়েচি। সংকোচের কারণ নেই, ইচ্ছে হলে চিঠি দিও। আমি গ্রামে এখন নেই। পাঁচমাস হল ঘাটশিলাতে আছি। বর্ষাকালে এখানকার বাড়ীতেই প্রায় প্রতি বৎসরই থাকি। আমি নিজে এখানেও ছিলাম না, গয়া দেশের অন্তর্গত বারকাট্টা নামে একটা অরণ্য অঞ্চলে PW.D. বাংলোতে ১৭দিন ছিলাম নির্জনে। হাজারিবাগ ও গয়া জেলার সীমান্তবর্তী স্থানে খুব সুন্দর একটি উষ্ণজলের উৎস আছে বনবেষ্টিত গিরিনদী প্রান্তরের মধ্যে। বাংলো থেকে দু মাইল হবে জায়গাটা। এক সাধু থাকেন সেই বনের মধ্যে একটি কুটিরে। তার সঙ্গে একটি প্রাচীন শালগাছের ছায়ায় জৈন তীর্থঙ্করদের পাষাণমূর্তির সারির পাশে বসে কতক্ষণ আলাপ করতাম। আমি ১৫ই আমার রেডিও বক্তৃতায় সেই সাধুটির উল্লেখ করেছিলুম, শুনেছ কিনা জানি না। ধনেশ পাখীর ডাকের সঙ্গে সেই প্রাচীন অরণ্যের শান্তি (দুস্পাঠ্য) আর তত্ত্ব মিলে স্থানটিকে উপনিষদের ঋষির তপোবন করে তুলেছিল।

তুমি যে ব্যারাকপুরের কথা লিখেছ, ওখানে আমার গ্রাম নয়। বনগ্রাম সাব-ডিভিসনের ইছামতী নদীর তীরবর্তী বারাকপুর গ্রামে আমার বাস (?)। তার বর্ণনা পথের পাঁচালীর মধ্যেপাবে। ঘাটশিলাতেও একটা বাড়ী আছে, সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। এটি ভাল জায়গা, শালশৈলমালা বেষ্টিত ছোট টাউন, মশা নেই, জলকাদা নেই, ম্যালেরিয়া নেই। যে জন্যে বর্ষাকালে এখানে বড় ভাল লাগে। তবে আমি এক জায়গায় বেশিদিন থাকি না, বড় ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

তুমি আমার (১) তৃণাঙ্কুর (২) বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প (৩) মুখোশ ও মুখশ্রী (৪) দেবযান—এই কটি বই বাবাকে পড়তে বোলো। এরমধ্যে 'তৃণাঙ্কুর' আর 'দেবযান' যেন নিশ্চয় পড়েন। বই দুখানা পড়ে অনেকে আমায় নানাস্থান থেকে চিঠি লিখেছেন। তোমার বাবাকে নমস্কার জানিও। তুমি আমাকে বেশি চিঠিপত্র লিখ না যেন। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। বাংলা (?) সাহিত্য বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প ও সাহিত্য বলে পরিগণিত। সেই ভাষার সেবা করো। রাজনীতি বাংলায় এখন নেই, কিন্তু সাহিত্য আছে। কোনো প্রদেশের সাধ্য নেই আগামী (?) পরের জন্যে এর ভাষা ও সাহিত্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে যাবে। এখানেই আমাদের গৌরব।

আমি কাল কলকাতা থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলা। তার একটু পরেই ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠল নীল আকাশে—তখনও জ্যোৎস্না ফোটেনি। (?) হয়নি বিকেল বেলা। আমি পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেলুম খোকাকে সঙ্গে নিয়ে। সেও চাঁদ দেখে বড় খুশীহয়।

আশাকরি আমার কথা মনে রাখবে। তবে চিঠি বেশি দেবে না, কেমন? খুব লক্ষ্মী ছেলে।

আশীর্বাদক
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

ঘাটশিলা

গৌরীকুঞ্জ
১৬ই অগ্রহায়ণ/১৩৫৫

কল্যাণভাজনেষু,

তোমার পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। যে সাধুর কথা লিখেছিলাম, তিনি এখান থেকে ২৫০ মাইল দূরে গয়া জেলার অন্তর্গত এক আরণ্যপ্রদেশে বাস করেন। গত শ্রাবণ মাসে তারই নিকটবর্তী বারকাট্টা নামক স্থানের ডাকবাংলায় আমি সাত-আট দিন ছিলাম, সেই সময় ওর সঙ্গে দেখা হয়। এখন আছেন কিনা জানি না। 'ছোটদের পাততাড়ি'-এর দল ঘাটশিলায় এসেছিল এবং আমি ওদের একটি সভায় সভাপতিত্ব করি, 'যুগান্তর'-এ নিশ্চই দেখে থাকবে। তবে পাহাড় জঙ্গল দেখবার চোখ ওদের তৈরি হয় নি। মহকুট্ট (?) চা-বাগানের বর্ণনা শুনে আমার বড় কৌতূহল জেগেছে আরও জানবার। আমায় লিখ ওর বিস্তৃত বর্ণনা। কোথায় কিভাবে যেতে হয় ওখানে যেতে হলে ? ভগবানের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে গেলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দিয়েই তা করতে হয়। তাঁকে আর কোথায় পাচ্চি। ঐ সোপানের ধাপে ধাপে উঠে তবে তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়। নয় কি?

তোমার দুই কাকার কথা আমার বড় ভাল লাগল। ওদের বোলো আমার কথা। আমার বন্ধুত্বের কথা তাদের কাছে পৌঁছে দিও। খোকার নাম বাবলু। তার একটা ফটো তোমায় পাঠাব। তেরমাস মাত্র বয়েস।

আমি চিঠি না দিলেও তুমি মাঝে মাঝে চিঠি দিও। তোমার বাড়ীর সবাইকে আমার নমস্কার জানিও। তুমি নিও আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা।

ইতি
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বারাকপুর গ্রাম
গোপালনগর পোঃ
২৪ পরগণা।
২রা জুলাই/১৯৪৯

কল্যাণবরেষু,

শ্যামল জলজ ঘাসের ফুল ফুটে আছে। ইছামতীর ধারে তীরের বাবলাগাছটা থেকে টুকটাক করে বাবালার ফুল খসে পড়ছে নদীজলে—যেন প্রকৃতি রানীর কানের সোনালী দুল। মাকাললতা দুলছে জলের ওপরে, লতার গাঁটে গাঁটে ঘন সবুজ মাকালফুল ঝুলছে, ডাক পাখী ডাকছে ঘন জলজ ঘাসের বনে, ওপারে পটিক্ষেতের (?) মেঘের অকারণ জেদ করে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে কি সুন্দর স্নিগ্ধ (?) সকালটি। এইমাত্র ইছামতীতে স্নান করে এলাম, কালরাত্রে পশ্চিমদিকে ছোট ঘরটিতে শুয়েছিলাম, বড় গুমোট ও ঘরটাতে।

বড় চারা আমতলার সোঁদালি গাছটাতে এখনও ফুল যথেষ্ট, গোয়ালে-লতা নেমেচে ডাল থেকে, সরু গুলঞ্চের লতা ঝুলছে, কত কি পাখী ডাকছে, বনকুঞ্জ নিবিড় সৌন্দর্যে ভরপুর। ভগবান মহাশিল্পী, স্বয়ংপ্রভ নীহারিকারাজি ছিল আদি শূন্যে একদিন, সেই প্রজ্বলন্ত অগ্নিবাষ্পের মধ্যে এই সৃষ্টি বীজরূপে নিহিত ছিল না কি? এত বড় বিরাট শিল্পীকে কেউ বুঝতে পারে না। এক আধজন রবীন্দ্রনাথ, এক আধজন শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দু-চারজন উপনিষদকার ঋষি—বাস, হয়ে গেল। বহু শতাব্দীর মধ্যে ঐ দু চারজন। তাঁরাই বলে গিয়েছেন—

দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমারন জীর্যতি
হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান

আমারও নয়নে তোমারও বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি?

কিন্তু ওদের কথা শুনবার মানুষ কম। মানুষ চলা? নিয়ে উন্মত্ত, পদ নিয়ে উন্মত্ত, যশ নিয়ে উন্মত্ত। বিমানপথে আমেরিকা গিয়ে কনফারেন্স করবার গৌরবে আত্মহারা। ঘরের পাশের যে সুচারু তেলাকুচো লতাটি ঝোপের ওপরে চমৎকার সাবলীল গতিতে বেড়ে উঠছে বর্ষার জল পেয়ে, পানকলস শ্যাওলার যে কুচো কুচো সাদা ফুল জলের ওপর ফুটে আছে, সন্ধ্যায় অস্তদিগন্তের যে মায়ারূপ—এ সব কে দেখচে? সময়ই বা কার? জীবনে যাই কর, এই মহাকবিকে জানবার চেষ্টা কোরো। তাতে জীবন সত্যি সার্থক হবে। না, এই জিনিস চলে গেলে জীবন যতই টাকার দিক থেকে কেন সফল হোক না, আসলে সে ব্যর্থই থেকে যাবে। কেউ তার ব্যর্থতা রোধ করতে পারবে না।

আমরা ঘাটশিলা থেকে গত চৈত্র মাসে দেশে এসেছি। শ্রাবণমাসের মাঝামাঝি আবার ঘাটশিলাতে ফিরব কারণ ওরপর এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর হবে। আমার 'দেবযান' পড়েচো কিনা? লিখ কেমন পড়লে। এ চিঠির উত্তর দিও এখানকার ঠিকানাতেই। তারপর ঘাটশিলার ঠিকানায় দিও এরপর। তোমাদের আসামের বন জঙ্গলের বিবরণ দিয়ে একখানা পত্র লেখ না কেন? আমি আসামের বনভূমির সঙ্গে তত পরিচিত নই।

১) কি কি বনফুল ফোটে

২) কি কি পাখী ডাকে

৩) কি কি লতা আছে

৪) কি কি বড় গাছ

৫) কি কি জন্তু আছে বনে ও পাহাড়ে

৬) কি কি মাছ জলে

আমার আশীর্বাদ নিও। শ্রাবণের মৌচাকে খোকার ফটো বেরুবে, তোমায় পাঠিয়ে দেব। তোমার বাবা-মাকে আমার নমস্কার দিও—কেমন তো?

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"Into the elysian fields of thought enters no satisfaction but brings with it youth, and strength and ardour, nor is there a thing in this world on which the mind thrives readily the ecstasy of eagerness, comperehensions, and wonder."

—Materlinck

The Kingdom of Moth